শ্রমিকের অধিকার

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

শ্রমিকের অধিকার

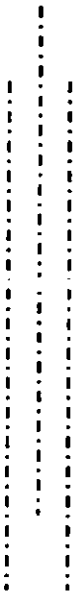

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এম পি

প্রকাশনায়
কল্যাণ প্রকাশনী
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭
ফোন ঃ ০১৯৫৭৫২২৭১৩

প্রকাশকাল
১ম সংস্করণ ঃ আগস্ট ২০০২ ইংরেজী
রবিউসসানি ১৪২৩ হিজরী
শ্রাবণ ১৪০৯ বাংলা

সপ্তম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি - ২০১৮ ইংরেজী

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

Sramiker Odhikar (Rights of labours) : by Professor Mujibur Rahman. Former MP & President, Bangladesh Sramik Kalyan Federation. Published by Kalyan Prokasoni, 435, Elephant Road Bara Moghbazar, Dhaka-1217, Phone : 01957522713. 6th edition July 2015.

Fixed Price : 15 (Fifteen) Taka Only

খেটে খাওয়া মানুষের
দুনিয়া ও আখেরাতের
কল্যাণ কামনায়

এবং

যাঁদের অবর্ণনীয় ত্যাগে মানুষ হয়েছি,
সেই পরম শ্রদ্ধেয় মরহুম আব্বা এবং আম্মার
কল্যাণ কামনায়.....

সূচিপত্র

ভূমিকা	৫
শ্রমিক বলতে কি বুঝায়	৭
শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য	৯
বেশ্যা বৃত্তি শ্রম হতে পারে না	৯
নবী রাসূলগণের নিকট শ্রমিকের মর্যাদা	১০
অধিকার	১১
দায়িত্ব ও কর্তব্য	১১
অধিকার আন্দোলন না কর্তব্য পালন?	১১
শ্রমিক আন্দোলন	১২
ট্রেড ইউনিয়ন,	১২
সিবিএ ও টিসিসি	১৩
শ্রমিক সমাজ শুধু ক্ষমতার সিঁড়ি নয়	১৩
মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামএর ভাষণে শ্রমিকের অধিকার	১৩
কুরআন হাদীসের আলোকে শ্রমিকের অধিকার	১৫
শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকারে মাওলানা মওদূদী (রঃ)	১৭
বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ আইনে শ্রমিকের অধিকার	১৯
আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস (১লা মে)	২১
কুরআন-হাদীসে সাম্যের অধিকার	২২
পেশা গ্রহণের অধিকার	২২
উপার্জনে নারী-পুরুষের অধিকার সংরক্ষণ	২৩
নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র পৃথক হতে হবে	২৩
ইসলামী সমাজে মজুরের অধিকার	২৩
শ্রমিকের তিন প্রকার শিক্ষার অধিকার	২৪
শ্রমিক ও মালিক	২৫
শ্রমিক মালিক ভাই-ভাই	২৬
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চায়	২৮
মালিকদের বলতে চাই	২৮
শ্রমিকদের বলতে চাই	২৯
সরকারকে বলতে চাই	২৯
লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৩১

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! নাহমাদুহু অনুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। লিখনী বা কলম এর সাহায্যেই আজকে সারা দুনিয়ায় জ্ঞানের চর্চা চলছে। আল্লাহ তা'য়ালা দু'টি হাত দিয়েছেন বলেই এ হাত দ্বারা কাজ করে খেতে পারি। আবার কলম ধরতে পারি এ হাত দ্বারাই! তাই শ্রমিক হিসেবে অন্যের কাজ করতে গিয়ে মূল মালিক আল্লাহর কাজ যাতে ভুলে না যাই। কাজ করাকে শ্রম আর যিনি কাজ করেন তাঁকে শ্রমিক বলা হয়। প্রতিটি মানুষকেই কাজ করতে হয়। কেউ শুধু নিজের জন্য কাজ করেন আর কেউ নিজের প্রয়োজন পূরণ নিজে করতে পারেন না বিধায় অন্যের কাজ করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। যারা মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য শ্রম দিয়ে থাকেন তারা ডবল মর্যাদা পাবার যোগ্য। যদিও আমাদের সমাজে শ্রমিককে যথাযোগ্য সম্মান ও সম্মানী কোনটাই দেয়া হয় না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 'আল্ মুমেনু ইয়ামুতো বে আরাকিল জাবিন" অর্থাৎ মুমিন তার কপালে ঘাম নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। যারা মুমিন হবে তারা কখনোও শ্রমিককে ঘৃণা করতে পারে না, শ্রমিকের অমর্যাদা করতে পারে না। পৃথিবীতে যত নবী এসেছেন তাঁদের সকলেই ছাগল চরানোর' মত কঠিন পরিশ্রম করে গেছেন। শারীরিক ও মানষিক শ্রম বিবেচনা করলে পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষই শ্রমিক। হযরত ওমর (রাঃ) প্রেসিডেন্ট হয়েও শ্রমিক হিসেবে উটের রশি টেনেছেন নিজ হাতে, আটার বস্তা বহন করেছেন নিজ পিঠে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান নবী রাসূলগণ যদি ছাগল চরানো শ্রমিক হতে পারেন, তাহলে তাঁদের সকল উম্মতগণেরই শ্রমিক হতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। নবী-রাসূলগণ (সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) যে সমস্ত কাজ করে গেছেন তন্মধ্যে (১) ছাগল চরানো (২) কূপ থেকে পানি উঠানো (৩) গৃহ পালিত পশু পালন (৪) পরিখা খনন (৫) জ্বালানী সংগ্রহ (৬) পাথর বহন ও পাথর ভাঙ্গা ইত্যাদি।

নবী-রাসূল (সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবীদের জীবনী থেকে আমাদেরকে শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা এবং তাদের অধিকার প্রদান সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করে সচেতন হতে হবে।

"ইন্নামাল মু'মেনুনা ইখওয়াহ" অর্থাৎ নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই-ভাই। ভ্রাতৃত্বের এ মহান বাণী প্রমাণ করেছিলেন হযরত ওমর (রা:) উটের রশি নিজ হাতে নিয়ে এবং আটার বস্তা নিজ মাথায় তুলে নিয়ে! দুনিয়ায় এ বিরল ও মহান শিক্ষা আবার আমাদের সকলকে আন্দোলিত করুক, আরো করুক আমাদের উৎসাহিত। শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের দায়িত্ব পালন দুটোই এখন প্রয়োজন।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ভ্রাতৃত্বের এ মহান বাণীর উৎস আসমানী কিতাব আল-কুরআনের আইনকে সমাজের সকল স্তরে চালু করার শপথ নিয়ে ময়দানে কাজ করে যাচ্ছে। এ কাজে নিবেদিত ভাই বোনসহ সমাজের শিক্ষিত ভাই বোনদেরকে উৎসাহিত ও জড়িত করার উদ্দেশ্যে পুস্তিকাটি লিখা হল। পুস্তিকাটি লিখতে গিয়ে সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি এডভোকেট শেখ আনসার আলী ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খানসহ বেশকিছু লেখকের লিখনী থেকে সহযোগিতা নিয়েছি এ জন্য তাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদের যাযায়ে খায়ের দান করুন, আমীন।

আল্লাহর মেহেরবানীতে অল্প সময়ের ব্যবধানে বইটির ৫ম সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়ায় প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ ৬ষ্ঠ সংস্করণ পাঠকের হাতে তুলে দেয়া হল। মুদ্রণজনিত ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে তার সংশোধনে ও সহযোগিতায় কেউ এগিয়ে এলে কৃতজ্ঞ থাকব। মহান আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমীন।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এম পি
ঢাকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শ্রমিক বলতে কি বুঝায়

যে কোন কাজ করাকেই শ্রম বলা হয়ে থাকে। আরবীতে শ্রমকে আমল এবং ইংরেজীতে Labour বলা হয়, আর আরবীতে শ্রমিককে বলা হয় আমেল, বহুবচনে আল উম্মাল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করে তার গোলামী করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যারাই আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী কাজ (আমল বা Labour) করবেন তারাই দুনিয়াতে শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি পাবেন। দুস্থ অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু যারা অধিকার বঞ্চিত হয়ে আল্লাহর কাছে অভিভাবক ও সাহায্যকারী প্রার্থনা করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহতায়ালা জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন–

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا.

"তোমাদের কী হলো, তোমরা আল্লাহর পথে অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য লড়বে না, যারা দুর্বলতার কারণে নির্যাতীত হচ্ছে? তারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! এই জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীরা জালেম এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের কোন বন্ধু, অভিভাবক ও সাহায্যকারী তৈরি করে দাও।"

এখানে এমন সব মজলুম শিশু, নারী ও পুরুষদের দিকে ইংগিত করা হয়েছে, যারা মক্কায় ও আরবের অন্যান্য গোত্রের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু তাদের হিজরত করার শক্তি ছিল না এবং নিজেদেরকে কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন থেকে রক্ষা করার ক্ষমতাও ছিল না। এদের ওপর বিভিন্ন প্রকার জুলুম চালানো হচ্ছিল। কেউ এসে তাদেরকে এই জুলুমের সাগর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে, এই ছিল তাদের দোয়া ও প্রত্যাশা। (নেসা-৭৫ তাফহীমুল কুরআন)

আল্লাহর বিধান মত কাজ করার নামই আমল। এক অর্থে প্রতিটি মুসলমান শ্রমিক হিসেবে শ্রম দিয়ে থাকে। একজন প্রেসিডেন্টও শ্রম দিয়ে থাকেন, আবার একজন কাজের লোকও শ্রম দিয়ে থাকে। এই অর্থে আমরা সবাই শ্রমিক। বলা হয়ে

থাকে যে ভাত রাঁধে সে চুলও বাঁধে। প্রত্যেকে তার গোপনীয় কাজ পেশাব পায়খানা পরিষ্কার করা ও লোম পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজ নিজেকেই করতে হয়। তাই ভিতরে বাইরে আমরা সবাই শ্রমিক।

শ্রম সাধারণ দুই প্রকার (১) শারীরিক শ্রম (২) মানষিক শ্রম।

শ্রমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অর্থনীতিবিদ মার্শাল বলেছেন - "Any exertion of mind or of boby undergone partly or of wholly with a view to some good other than the pleasure derived directly from the work"

মন অথবা দেহের আংশিক অথবা পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা বিনোদনের উদ্দেশ্য ছাড়া সরাসরি কাজে বিনিয়োগ হলেই তাকে শ্রম বলা যায়।

শ্রমিকের শ্রম ছাড়া মালিক চলতে পারে না। আবার মালিকের প্রদত্ব বেতন বা মজুরী ছাড়া শ্রমিক চলতে পারে না। একজন আরেকজন পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যই এভাবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.

"তোমার রবের রহমত কি এরা বন্টন করে? দুনিয়ার জীবনে এদের মধ্যে জীবন যাপনের উপায় উপকরণ আমি বন্টন করেছি এবং এদের মধ্য থেকে কিছু লোককে অপর কিছু সংখ্যক লোকের ওপর অনেক বেশী মর্যাদা দিয়েছি, যাতে এরা একে অপরের সেবা গ্রহণ করতে পারে। (এদের নেতারা) যে সম্পদ অর্জন করছে তোমার রবের রহমত তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান।" (সূরা যুখরুফ:৩২)

পৃথিবীতে জীবন যাপন করার যে সাধারণ উপায়-উপকরণ আছে তার বন্টন ব্যবস্থাও আমি নিজের হাতেই রেখেছি, অন্য কারো হাতে তুলে দেইনি। আমি কাউকে সুশ্রী এবং কাউকে কুশ্রী, কাউকে সুকণ্ঠের অধিকারী এবং কাউকে অপ্রিয় কণ্ঠের অধিকারী, কাউকে শক্তিশালী-সুঠামদেহী এবং কাউকে দুর্বল, কাউকে মেধাবী এবং কাউকে মেধাহীন, কাউকে মজবুত স্মৃতি শক্তির অধিকারী এবং কাউকে স্মৃতিশক্তিহীন, কাউকে সুস্থ অঙ্গ- প্রত্যাঙ্গের অধিকারী, কাউকে বিকলাঙ্গ,

অন্ধ অথবা বোবা, কাউকে আমীর পুত্র এবং কাউকে গরীবের পুত্র, কাউকে উন্নত জাতির সদস্য এবং কাউকে পরাধীন অথবা পশ্চাদপদ জাতির সদস্য হিসেবে সৃষ্টি করে থাকি। তাছাড়া আমিই মানুষের মধ্যে রিযিক, ক্ষমতা, মর্যাদা, খ্যাতি, সম্পদ ও শাসন কর্তৃত্ব ইত্যাদি বন্টন করছি। এই খোদায়ী ব্যবস্থাপনায় একজনকেই সব কিছু অথবা সবাইকে সব কিছু না দেয়ার চিরস্থায়ী একটি নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। চোখ মেলে দেখো, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে পার্থক্যই নজরে পড়বে। আমি কাউকে কোন জিনিস দিয়ে থাকলে আরেকটি জিনিস থেকে তাকে অভাবী করেছি এবং সেটি অন্য কাউকে দিয়েছি। এমনটি করার ভিত্তি হলো কোন মানুষই যেন অন্য মানুষদের মুখাপেক্ষিতা মুক্ত না হয়। বরং কোন না কোন ব্যাপারে প্রত্যেকেই পরস্পরের মুখাপেক্ষী থাকে যাতে এরা একে অপরের সেবা গ্রহণ করতে পারে।

শ্রমিক দেশের জনসাধারণের একটি অংশ। শুধু অংশই নয় অপরিহার্য অংশ। শ্রমিকের শ্রম ছাড়া কোন কিছুই উৎপাদন হতে পারে না। শ্রমিকের শ্রম ছাড়া কোন সমাজ বা রাষ্ট্র চলতে পারে না। সাধারণ একজন মানুষের মতই একজন শ্রমিকের দুঃখ, ব্যথা, বেদনা, আনন্দ ও অশ্রু আছে এ কথা সকলকে উপলব্ধি করতে হবে। সারা দুনিয়ায় এদের দুঃখ, ব্যথা, বেদনা, সমস্যা দূর করার জন্যই আইএলও বা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা গড়ে উঠেছে।

শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য

শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য পাঁচটি ঃ

এক. শ্রমিক যখন শ্রম দেয় তখন তাকে কাজের কাছে যেতে হয়।

দুই. উৎপাদনের চারটি উপাদানের মধ্যে শ্রম একটি উপাদান।

তিন. শ্রমকে গুদামজাত করা যায় না, এর সংরক্ষিত মূল্য নেই।

চার. শ্রমিককে রাতারাতি গুণগত ও পরিমাণগত চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য করা যায় না।

পাঁচ. মজুরী কমে গেলে শ্রমিক সরবরাহের উপর গুরুত্বপূর্ণ চাপ পড়ে। কারণ এটা কোন পণ্য নয়।

বেশ্যা বৃত্তি শ্রম হতে পারে না

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা অভিশপ্ত কাজ বেশ্যা বৃত্তিকেও শ্রম হিসেবে গণ্যকরতে চায়। বেশ্যা বৃত্তি বা পতিতাবৃত্তি হারাম, এটা কোন কর্ম বা শ্রম হতে পারে না।

আল্লাহ যেনার কাছে যেতেই স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন। সূরা বনী ইসরাইলের ৩২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا .

"তোমরা যেনার কাছেও যাবে না এবং সূরা নূর এর ২ নম্বর আয়াতে অবিবাহিত যেনাকারিনী ও যেনাকারীদেরকে একশত করে দোররা মারার হুকুম দেয়া হয়েছে। হাদীসে বিবাহিত যেনাকারিনী ও যেনাকারীকে পাথর মেরে হত্যা (রজম) করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মানুষের পরস্পরের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ করা অসম্ভব হয়ে যাবে যদি ব্যভিচারকে অবাধে চলতে দেয়া হয়। এটা শ্রম হিসেবে চলতে দিলে মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই বেশ্যা বৃত্তি কোন শ্রম হতে পারে না।

নবী রাসূলগণের নিকট শ্রমিকের মর্যাদা

কুরআন হাদীস ও ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায় শ্রমিকদেরকে নবী-রাসূলগণ অত্যাধিক মর্যাদা দিয়েছেন। যেমন–

এক. সকল নবী ছাগল চরিয়ে নিজে শ্রমিক হয়ে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

দুই. মালিক হযরত শোয়াইব (আ:) তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়ে শ্রমিক নবী মুসা (আ:) কে জামাই বানিয়েছেন। (আল কুরআন)

তিন. হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শ্রমিক যায়েদ (রা:)-এর কাছে ফুফাত বোন যয়নাবের বিয়ে দিয়েছিলেন।

চার. হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যায়েদ (রা:) কে মুতার যুদ্ধে এক নম্বর সি-ইন-সি অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি বানিয়েছিলেন।

পাঁচ. শেষ জীবনে হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শ্রমিক পুত্র শ্রমিক উসামা বিন যায়েদ (রা:) কে প্রধান সেনাপতি বানিয়ে তার হাতে পতাকা তুলে দিয়েছিলেন।

ছয়. শ্রমিক হযরত বিলাল (রা:) কে ইসলামের প্রথম মোয়াজ্জিন বানানো হয়েছিল।

সাত. হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয় করে আল্লাহর ঘরে প্রথমে ঢুকার সময় শ্রমিক বেলাল (রা:) ও শ্রমিক খাব্বাব (রা:) কে সাথে রেখেছিলেন।

আট. "কোদাল চালাতে চালাতে একজন সাহাবীর হাতে কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তার হাত দেখে বললেন, তোমার হাতের মধ্যে কি কিছু লিখে রেখেছ? সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা:), এগুলো কালো দাগ ছাড়া কিছু নয়। আমি আমার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য পাথুরে জমিতে কোদাল চালাই, তাই এ দাগগুলো পড়েছে।" রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে সাহাবীর হাতের মধ্যে চুমু খেলেন। (উসুদুল গাবা)

নয়. হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজ খাদেম আনাস (রা:) কে কখনো ধমক দেননি এবং কৈফিয়ত তলব করেননি।

অধিকার

অধিকার শব্দটিকে আরবীতে 'হক' এবং ইংরেজীতে Right বলা হয়। যার যা পাওনা বা পাওয়া উচিত তাকেই তার হক বা অধিকার বলা হয়। হক দুই প্রকার, আল্লাহর হক ও বান্দাহর হক। আল্লাহর হক যদি লংঘিত হয় আল্লাহ ইচ্ছা করলে মাফ করে দিবেন। কিন্তু বান্দাহর হক বান্দাহ মাফ না করলে তা মাফ হয় না। সে জন্য মানুষের হক বা অধিকার সম্পর্কে খুবই সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। হাদীস অনুযায়ী আখিরাতের দিনে হক লংঘনের দায়ে নেকী দিয়ে দিতে হবে। এতেও যদি হক লংঘনের পরিমাণ শেষ না হয় তবে অন্যের গোনাহ নিজের ঘাড়ে নিয়ে জাহান্নামে যেতে হবে। অধিকার যার যা আছে তাকে তা দিয়ে দিতে হবে।

দায়িত্ব ও কর্তব্য

দায়িত্ব বা কর্তব্য পালন অর্থই হচ্ছে অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা। দায়িত্ব পালন না করলে কেউ অধিকার লাভ করতে পারে না। আমার জন্য যেটি অধিকার অন্যের জন্য সেটি কর্তব্য। আমি যদি আমার কর্তব্য পালন করি তাহলে আমি আমার অধিকার পাবার হকদার। আমি যদি আমার কর্তব্য পালন না করি তাহলে আমি আমার অধিকার পাবার হকদার হতে পারি না। তাই বলা যায় আমরা সকলেই সকলের কর্তব্য পালন করলেই অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ আমার কথা বলার অধিকার তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন অন্য সকলে কথা শুনার দায়িত্ব পালন করবেন। আমার শিক্ষা পাবার অধিকার তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন আমাকে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব পালন অন্য লোকেরা করবেন।

অধিকার আন্দোলন না কর্তব্য পালন?

সারা দুনিয়ার মানুষ আজ অধিকার সচেতন। নিজ নিজ অধিকার আদায়ের জন্য মানুষ সমিতি গঠন, কমিটি গঠন, দল গঠন ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠন থেকে শুরু করে সকল প্রকার মাধ্যম ব্যবহার শুরু করেছে। সকলে অধিকার চাই, দায়িত্ব

পালন করার খবর নেই। খবর থাকলেও খুব কম। প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজন ছিল দায়িত্ব পালনের জন্য আন্দোলন। তাহলেই সকলের অধিকার কায়েম হয়ে যেত। কারণ সবাই সবার দায়িত্ব যদি ঠিকঠিকভাবে পালন করে তাহলে সকলেই তার অধিকার পেয়ে যাবে, আলাদাভাবে অধিকার পাওয়ার জন্য আন্দোলন করতে হবে না। তাই বর্তমান সময়ে বড় প্রয়োজন কর্তব্য পালনের আন্দোলন। তাহলেই শ্রমিক তার অধিকার পাবে, মালিক তার অধিকার পাবে। আসুন সবাই দায়িত্ব পালনের আন্দোলনে শরীক হয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করি।

শ্রমিক আন্দোলন

আমেরিকার সিকাগো থেকে প্রকাশিত The World book Encyclopaedia পুস্তকে বলা হয়েছে- "Labour movement is a term that refers to the efforts of workers as a group to improve their econimic position.... Political parties and other groups have also played a part in the labour movement" (The World book Encyclopaedia, Chicago, USA Page-5)

শ্রমিক আন্দোলন এমন একটি বিষয় যা শ্রমিকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে জড়িত একটি দলীয় প্রচেষ্টা। শ্রমিক আন্দোলনে রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য সম্প্রদায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ট্রেড ইউনিয়ন

ইসলামী আন্দোলনকে ভালবাসলে, ইসলামী আন্দোলনের কামিয়াবী বা বিজয় চাইলে, ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত শ্রমিক কর্মচারীদেরকে অবশ্যই ট্রেড ইউনিয়নের কাজে অংশ নিতে হবে। কারণ ট্রেড ইউনিয়নের কাজে অংশ না নিলে ইসলামী আন্দোলনে শ্রমিক-কর্মচারীগণ বেশি বেশি যোগ দেবে না এবং দল বড় হবে না। ট্রেড অর্থ ব্যবসা বা পেশা, আর ইউনিয়ন অর্থ সংঘ বা সমিতি বা সংগঠন। তাই ট্রেড ইউনিয়ন অর্থ শ্রমিক সংঘ বা কর্মী সংঘ।

যত পেশা তত কমিটি করতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন পেশার লোকদের সুবিধা অসুবিধা দুঃখ কষ্ট দেখার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কমিটি করে শ্রম মন্ত্রনালয়ের অধীন শ্রম অধিদপ্তরের নিয়ম মোতাবেক রেজিষ্ট্রেশন নাম্বার পেলে সেই কমিটিই ট্রেড ইউনিয়নে পরিণত হবে।

ট্রেড ইউনিয়নের সংজ্ঞা ইংরেজী অভিধানে এভাবে বলা হয়েছে-

"Trade Union means Union among the men of the same trade to maintain their rights."

অর্থাৎ নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠিত একই পেশার লোকের সংঘ। ট্রেড ইউনিয়ন করা শ্রমিকের অধিকার।

শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয়। জুন ২০১৪ ইং এর তথ্যানুসারে বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা হচ্ছে ৭,৫৩২টি সদস্য সংখ্যা ২৩,৫৪,৪৬৯ জন, মালিক সমিতি ৭৮৯টি এবং জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন ৩২টি অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন ১,৩৫২ সদস্য সংখ্যা ১০,৭৬,৩৬৭। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন উপমহাদেশে ১৮৫০ সাল থেকেই শুরু হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দেশের উন্নয়ন কর্মসূচীতে অবদান রাখার কথা কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোতে (বাংলাদেশসহ) উন্নয়নের পরিবর্তে সমস্যা সৃষ্টি করছে। এগুলো খুব গুরুত্ব দিয়ে বুঝা দরকার যে, কেন উন্নয়নের পরিবর্তে সমস্যা সৃষ্টি করছে।

সিবিএ ও টিসিসি

সিবিএ-কালেকটিভ বারগেইনিং এজেন্ট (Collective Bargaining Agent)-দরকষাকষির এজেন্ট। এক কথায় সিবিএ হচ্ছে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধি সংঘ। শ্রমিক মালিক ও সরকার T.C.C. (Tripartite Consultative Committee) বা ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ বৈঠকের মাধ্যমে পরস্পরের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে।

শ্রমিক সমাজ শুধু ক্ষমতার সিঁড়ি নয়

দেশের প্রচলিত শ্রমনীতি, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও ইসলামী শ্রমনীতি সম্পর্কে দেশের জনগণ বিশেষ করে শ্রমিক সমাজ বলতে গেলে অন্ধকারেই রয়ে গেছে। যে কারণে দেশের সাম্রাজ্যবাদী, সমাজতন্ত্রী এবং ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী ও সুবিধাবাদী শক্তিগুলো শ্রমিকদের সংবেদনশীল স্বার্থগুলোকে মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করছে। ফলে দেশের সুবিধাবাদী শ্রমিক নেতৃবৃন্দের কপাল পরিবর্তন হলেও খেটে খাওয়া অসহায় দিনমজুর শ্রমিকদের কপালের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। তাদের কপালে এখনও দুঃখ-কষ্টের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর ভাষণে শ্রমিকের অধিকার

হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে, গোলামদের সাথে ভাল আচরণ করবে এবং তাদের কোন প্রকার কষ্ট দেবে না। তোমরা কি জান না যে, তাদেরও একটি অন্তর আছে, যা কষ্ট পেলে ব্যথা পায় এবং আরাম পেলে আনন্দিত হয়। তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা তাদেরকে হীন মনে কর এবং

তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর না। এটা কি জাহেলিয়াতের যুগের মানসিকতা নয়? অবশ্যই এটা জুলুম এবং বেইনসাফী। আমি জানি, জাহেলিয়াতের যুগে তাদের কোন মর্যাদা ছিল না, গোলামদেরকে পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করা হতো, আল্লাহর সকল বান্দা যে এক, তারা তা ভুলে গিয়েছিল। সে সমাজের রাষ্ট্রপতি, সমাজপতি ও দলপতিরা সকল মান-সম্মান ও মর্যাদার একক অধিকারী হয়ে বসেছিল। অথচ অধীনস্তরা ইনসাফের দাবী করার অধিকার রাখে। আমার সেই যুগের কথা মনে আছে, যখন রাষ্ট্রপতি, সমাজপতি ও দলপতিরা নিজেদেরকে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও সম্মানিত মনে করতো এবং নিজেদেরকে নির্ভুল ও নির্দোষ বলে প্রচার করতো। তাদের নিকট অধীনস্ত খাদেমদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল– তারা তাদের মালিকদের খেদমত করবে, তাদের জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে থাকবে, তাদের সামনে বসাও ছিল অন্যায়, তাদের সামনে কথা বলা ছিল মহাপাপ এবং তাদের কোন অপকর্মের প্রতিবাদ করা ছিল মৃত্যুদণ্ড তুল্য। কিন্তু ইসলাম এসে তাদের এসব অমানবিক আচরণ ও সকল গর্ব, অহংকার পদদলিত করে দিল।

হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর ফরমান জানিয়ে দিচ্ছি যে, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তোমাদের মধ্যে মুত্তাকী। তোমরা জান, মানব জাতি আদমের সন্তান এবং আদম হচ্ছে মাটির তৈরী। অতএব অহংকার করার কি কারণ থাকতে পারে? স্মরণ রাখ, ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষের মর্যাদা সমান। ইসলামী আদর্শের কাছে মনিব গোলাম, বড়-ছোট, আমীর-গরীব সবাই সমান। মানুষের মধ্যে শুধু তাকওয়া এবং সৎ কাজের মাধ্যমে পার্থক্য হতে পারে। এটাই যখন প্রকৃত ব্যাপার, তবে তোমরা কেন তোমাদের অধীনস্তদের হীন মনে কর। আমি লক্ষ্য করছি যে, যখন কোন খাদেম তার মালিকের সাথে কথা বলতে চায়, তখন সে রাগের বশে চেহারাকে রক্তিম করে নিজেকে পেশ করে এবং খাদেমের পক্ষ থেকে সামান্যতম ভুলও বরদাস্ত করে না, এটা জাহেলিয়াতের আচরণ ছাড়া আর কি হতে পারে? মালিকের চেয়ে গোলাম অনেক ভাল এবং মহান আল্লাহর কাছে তার আমল পছন্দনীয়।

হে লোক সকল! মানুষ জাহেলিয়াতের শাসন ব্যবস্থা ভুলতে পারে না, যখন স্বৈরাচার তার সকল শক্তি দ্বারা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে নেয় এবং তাদের স্বাধীনতা হরণ করে। সেই যুগের সাক্ষী আমি নিজেই, যখন অধীনস্ত গোলামদের সাথে পশুর মত আচরণ করা হতো এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হতো, তাদেরকে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করা হতো। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের প্রতি রহম

করলেন, তাদের অধিকারগুলো প্রকাশ করে দিলেন এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দান করলেন। আমি আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তোমাদেরকে বলছি যে, তোমরা তাদের ভাই হিসেবে গ্রহণ করবে। তোমরা তাদের থেকে এতটুকু কাজ নেবে যা তাদের জন্য সহজ। তোমরা তাদেরকে তাই খেতে দিবে যা তোমরা নিজেরা খাও। তোমরা তাদেরকে তাই পরতে দেবে যা তোমরা নিজেরা পরিধান কর। তোমরা তাদের সাথে সে রকমের আচরণ করবে যে ধরনের আচরণ তোমরা তোমাদের প্রিয়জনদের সাথে করে থাক। তোমরা তাদের জন্য তাই পছন্দ করবে যা তোমরা নিজেদের জন্য পছন্দ করে থাক। তোমরা যা নিজেদের জন্য অপছন্দ কর, তাদের জন্যেও তা অপছন্দ করবে এবং তোমরা তাদের নিকৃষ্ট মনে করবে না। যখন তোমরা তাদেরকে সফরে নিয়ে যাও, তাদের আরাম-আয়েশের প্রতি দৃষ্টি রাখবে, যদি তোমাদের কাছে কোন বাহন থাকে, কিছু সময় তোমরা আরোহণ কর আবার কিছু সময় তাদেরকেও বাহনে আরাম করার সুযোগ করে দাও। তারা মানুষ হিসেবে তোমাদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তোমাদের যেমন একটি অন্তর আছে তেমনি তাদেরও একটি অন্তর আছে।

আমি তোমাদেরকেও উপদেশ দিচ্ছি যে, যখন কোন খাদেম তোমাদের নিকট খানা নিয়ে আসে তোমরা তখন তাদেরকে তোমাদের সাথে বসিয়ে খাওয়াবে, যদি খাবার পর্যাপ্ত না হয় অন্তত কিছু না কিছু তাকে দিয়ে দাও, গোলামেরা যদি কোন অন্যায় করে তাহলে প্রতি দিন সত্তর বার তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। এ জন্য যে, তোমরা যার গোলাম তিনি তোমাদের হাজারও অন্যায় ক্ষমা করে দিচ্ছেন এবং স্মরণ কর যে ব্যক্তি অধীনস্তদের উপরে এমন অভিযোগ উত্থাপন করবে মূলত সে তা করেনি তাহলে কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তিকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। তোমাদেরকে আমি বার বার বলছি যে, অধীনস্তরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। অতএব যে ভাইকে অধীনস্ত করে দেয়া হয়েছে তোমরা যা খাও তাদেরকেও তা খেতে দাও। তোমরা যা পরিধান করো তাদেরকেও তা পরিধান করতে দাও। তাদেরকে এমন কঠিন কাজ দিও না যা তাদের শক্তির চেয়ে বেশি। –খুতবাতে নবী করীম (সা:)

কুরআন হাদীসের আলোকে শ্রমিকের অধিকার

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

- মুমিনগণ পরস্পর ভাই-ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করে দিবে এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা তার রহমত লাভ করতে পার। -সূরা হুজরাত-১০
- তোমাদের অধীন ব্যক্তিরা তোমাদের ভাই, আল্লাহ যে ভাইকে তোমার অধীন করে দিয়েছেন তাকে তাই খেতে দাও, যা তুমি নিজে খাও। তাকে তাই পরিধান করতে দাও যা তুমি নিজে পরিধান কর। -বুখারী-আবু হুরায়রা (রা:)
- ক্ষমতার বলে অধীনস্ত চাকর-বাকর, দাস-দাসীর প্রতি খারাপ আচরণকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করল আপনি কি বলেননি অন্যান্য জাতির তুলনায় এ জাতির মধ্যে গোলাম ও ইয়াতীমের সংখ্যা বেশি হবে? তিনি বললেন হ্যাঁ। অতএব তোমরা তাদেরকে সন্তানের মত আদর যত্ন করবে এবং তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তাই খাওয়াবে। হযরত আবু বকর (রা:) বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অধীনস্তদের সাথে ক্ষমতার অপব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। -ইবনে মাযাহ্
- আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কেউ তার অধীনস্তকে অন্যায়ভাবে এক দোররা মারলেও কিয়ামতের বিচারের দিনে তার থেকে এর বদলা নেয়া হবে। -তাবরানী
- হযরত ওমর (রা:) বলেন যৌবন কালে যে ব্যক্তি শ্রম দিয়ে রাষ্ট্র ও জনগণের খেদমত করেছেন বৃদ্ধকালে সরকার তার হাতে ভিক্ষার ঝুলি তুলে দিতে পারে না। -ইবনে মাযা
- দাস-দাসীদের সাথে ভাল ব্যবহার সৌভাগ্য, আর তাদের সাথে দূর্ব্যবহার দূর্ভাগ্য।
- মজুরকে তার কাজ হতে অংশ দান কর, কারণ আল্লাহর মজুরকে বঞ্চিত করা যায় না। -মুসনাদে আহমাদ
- তোমাদের খাদেম যদি তোমার খাদ্য প্রস্তুত করে এবং তা নিয়ে যদি তোমার কাছে আসে যা রান্না করার সময় আগুনের তাপ ও ধূয়া তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে তখন তাকে খাওয়াবে। খানা যদি অল্প হয় তবে তার হাতে এক মুঠো, দু'মুঠো অবশ্যই তুলে দিবে। -মুসলিম
- উমর ইবনে হুরাইস (রা:) হতে বর্নিত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন তোমরা তোমাদের কর্মচারীদের থেকে যতটা হাল্কা কাজ নিবে তোমাদের আমলনামায় ততটা পুরস্কার ও পূর্ণ লেখা হবে।

- ইবনে যুবাইর (রা:) বলেন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম চাকরের সাথে একত্রে বসে খেতে তাগীদ দিয়েছেন।
- আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেছেন এক ব্যক্তি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম চাকর-বাকরকে আমি কতবার ক্ষমা করব? তিনি চুপ রইলেন। সে পুনরায় তাঁকে প্রশ্ন করলে এবারও তিনি চুপ রইলে। সে পুনরায় তাঁকে প্রশ্ন করলে এবারও তিনি চুপ রইলেন। চতুর্থবার বলার পর বললেন দৈনিক সত্তরবার ক্ষমা করবে। –আবু দাউদ
- আবু হুরায়রা (রা:) বলেন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন তোমাদের কেউই যেন 'আমার দাস' "আমার দাসী" না বলে, কেননা আমরা সকলেই আল্লাহর দাস ও দাসী।
- রাসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন তোমাদের কেউ তার পীঠে বহন করে কাঠের বোঝা এনে বিক্রি করা, কারো নিকট ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে উত্তম, চাই সে দিক বা না দিক। –বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা (রা:)
- যে ব্যক্তি মানুষের কাছে চায়, অথচ তার নিকট বেঁচে থাকার সম্বল আছে, নিশ্চয়ই সে অধিক জাহান্নামের আগুন সংগ্রহ করেছে। –আবু দাউদ-সহাল ইবনে হানযাল (রা:)
- দেহের যে অংশ হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। হারাম খাদ্যে গঠিত শরীরের জন্য জাহান্নামের আগুনই উপযুক্ত। –আহমাদ-বায়হাকী-জাবের (রা:)

শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকারে মাওলানা মওদূদী (রঃ)

এ ব্যাপারে উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মওদূদী (রঃ) এর বক্তব্য প্রশ্নোত্তর আকারে নিম্নে তুলে ধরা হল :

প্রশ্ন : এখানকার একটি প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন ও চাকরী সম্পর্কিত অন্যান্য নিয়মাবলী সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করেছিল। কুরআন, হাদীস ও ফিকাহর কিতাবসমূহ সম্পর্কে আমার যতদূর পড়াশুনা আছে তা থেকে এ ব্যাপারে কোন সমাধান বের করতে পারলাম– না। তাই আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি, আপনি এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ এবং খিলাফতে রাশিদার জামানা ও পরবর্তীকালে সৎ সুলতানগণের কার্যাবলী সুস্পষ্টভাবে পেশ করবেন।

নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর জবাব চাচ্ছি :

- প্রত্যেক কর্মচারীর বছরে কতদিন সবেতনে ছুটি নেয়ার অধিকার আছে?
- বছরে কতদিন আকস্মিক (Casual) ছুটি নেয়ার অধিকার আছে?
- অসুস্থকালে বেতন পাবে কিনা?
- কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণের ব্যাপারে কোন্ নীতি অবলম্বিত হবে?
- কর্মচারীদের পরিবারের-সদস্য সংখ্যা বাড়লে বেতন বেড়ে যাবে কিনা?
- ছুটি লাভের জন্যে লিখিত অনুমতির প্রয়োজন কিনা?
- উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারীর অধিকার সমান হবে, নাকি তাদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকবে?

জবাব : আপনার প্রশ্নগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করা ও বিস্তারিত জবাব দেয়ার প্রয়োজন। কিন্তু আমি বাধ্য হয়ে সংক্ষিপ্ত জবাবের ওপরই নির্ভর করছি। শরীয়তে শ্রমিক ও কর্মচারীদের অধিকার সম্পর্কে লিখিত বিস্তারিত বিধানাকারে কিছু না থাকলেও আমাদেরকে এমন সব নীতি দান করা হয়েছে যার আলোকে আমরা বিস্তারিত বিধান রচনা করতে পারি। খিলাফতে রাশিদার আমলে এই নীতিগুলোর ভিত্তিতে সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীদের সাথে যে ব্যবহার করা হতো হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে তার বিস্তারিত বিবরণ কোথাও একত্রিত নেই বরং বিভিন্ন অধ্যায়ে ও খণ্ডে তা ছড়িয়ে আছে। এই বিস্তারিত অধ্যায়সমূহেও সম্ভবত খুব কমই আপনার প্রশ্নাবলীর জবাব পাওয়া যাবে। আমি বর্তমানের প্রচলিত রীতি ও ইসলামের সর্বজনবিদিত ন্যায়-নীতির উপর নির্ভর করে আপনার প্রশ্নাবলীর সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছি।

ছুটির ব্যাপারে এই পরিচিত পদ্ধতিটিই সংগত মনে হচ্ছে যে, সারা বছরে নিয়মিত এক মাসের ছুটি পাওয়া উচিত এবং বছরে সবেতনে ১৫ দিন আকস্মিক ছুটি পাওয়া উচিত। এর বেশি ছুটি নিতে হলে একটি বিশেষ সীমার মধ্যে বিনা বেতনে তা দেয়া যেতে পারে।

যত দীর্ঘদিনের অসুস্থতা হোক না কেন অসুস্থকালে প্রত্যেক কর্মচারীর পূর্ণ বেতন পাওয়া উচিত। কোন নিয়োগকর্তা (Employer) যদি এটা মঞ্জুর না করে, তাহলে তাকে অসুস্থ কর্মচারীদের চিকিৎসা ব্যয়ভার বহন করা উচিত অথবা তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত এবং অসুস্থ কর্মচারী ও তার পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। কর্মচারীর বেতন নির্ধারণের ব্যাপারে কতিপয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন, তার কাজের ধরণ, তার নিজের যোগ্যতা, যে ধরণের কাজে নিযুক্ত সে ধরণের যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের জীবন যাপনের জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ ও তার পারিবারিক

দায়িত্বসমূহ। সাধারণত নিয়োগকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কর্মচারীর পরিবারের লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি আনুপাতিক হারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেতন বৃদ্ধি করা সহজসাধ্য নয়। তবে সরকারকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত অথবা বড় বড় ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকেও এ জন্যে বাধ্য করা যেতে পারে।

ছুটির জন্য অনুমতির ব্যাপারটিও এক দিক দিয়ে লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ের মতই। বিশ্বস্ততা ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকলে মৌখিক অনুমতি নিলেই চলতে পারে। বেতন ছাড়া বাকী সকল বিষয়ে একই দৃষ্টিভঙ্গী থাকা উচিত।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ শ্রমিকের অধিকার

অতিরিক্ত মালবহন (ধারা-৭৪) : কোনো কারখানায় দৈহিক ক্ষতি হতে পারে এ রকম অতিরিক্ত ওজনের মালামাল কোনো শ্রমিককে দিয়ে বহন করা যাবে না।

চোখের নিরাপত্তা বিধান (ধারা-৭৫) : শ্রমিকের চোখের নিরাপত্তার জন্য কার্যকর আবরণ বা গগলস-এর ব্যবস্থার জন্য সরকার নির্দেশ দিতে পারে।

বিপজ্জনক ধোঁয়ার বিরুদ্ধে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (ধারা-৭৭): কারখানায় বিপজ্জনক ধোঁয়ার বিরুদ্ধে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কল্যাণমূলক ব্যবস্থা (ধারা-৯১): মুখ-হাত ইত্যাদি ধোয়ার ব্যবস্থা: প্রত্যেক কারখানায় পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের জন্য আলাদা আলাদা জায়গায় মুখ-হাত ধোয়া, গোসল ইত্যাদির পর্যাপ্ত ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকতে হবে।

প্রাথমিক চিকিৎসা (ধারা-৮৯) : প্রত্যেক কারখানায় প্রত্যেক বিভাগে প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট সরঞ্জামসহ প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স সকল কাজ চলার সময়ে মজুদ রাখতে হবে।

টীকা : ৩০০ বা তার বেশি শ্রমিক নিযুক্ত আছে এ রকম প্রত্যেক কারখানায় চিকিৎসক ও নার্সিং স্টাফের তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট সরঞ্জামাদিসহ একটি এ্যাম্বুলেন্স কক্ষ বা ডিসপেনসারী থাকবে।

ক্যান্টিন (ধারা-৯৫) : সাধারণত ১০০ জনের বেশি শ্রমিক নিযুক্ত আছে এ রকম কারখানায় মালিক শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য একটি উপযুক্ত ক্যান্টিনের ব্যবস্থা করবে। এই ক্যান্টিনের খাবার-পানীয় ইত্যাদির দাম অলাভজনক ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

আশ্রয় বিশ্রাম-কক্ষ, খাবার পানিসহ ভোজন-কক্ষ (ধারা-৯৩) : যে সকল কারখানায় সাধারণত ৫০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত আছে, সেখানে একটি বিশ্রাম কক্ষ কিংবা উপযুক্ত আশ্রয় এবং খাবার পানির ব্যবস্থাসহ একটি লাঞ্চ রুম

সংরক্ষণ করতে হবে। যে সকল প্রতিষ্ঠানে ২৫ জনের অধিক মহিলা শ্রমিক থাকবে সেখানে আলাদা বিশ্রাম কক্ষ থাকবে।

শিশুদের জন্য ঘর (ধারা-৪৯) : সাধারণত পঞ্চাশ জনের বেশি মহিলা শ্রমিক নিযুক্ত আছে এ রকম প্রতিটি কারখানায় সেই মহিলাদের ছয় বছর পর্যন্ত বয়স্ক শিশুদের ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের তত্ত্বাবধানে একটি শিশু-কক্ষ রাখতে হবে।

কাজের সময়

দৈনিক ঘন্টা : দৈনিক সর্বমোট ৮ ঘন্টা।

সাপ্তাহিক ঘন্টা : সাপ্তাহিক সর্বাধিক ৪৮ ঘন্টা। (ধারা-১০২)

টিকা : ওভারটাইম ভাতা দিয়ে একজন শ্রমিককে দিনে ৯ ঘন্টা বা সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টার বেশি কাজ করানো যেতে পারে। তবে কাজের মোট ঘন্টার পরিমাণ দৈনিক ১০ ঘন্টা, সপ্তাহে ৬০ ঘন্টা এবং এক বছরে প্রতি সপ্তাহের গড় ৫৬ ঘন্টার বেশি হবে না।

সাপ্তাহিক ছুটি (ধারা-১০৩) : কারখানায় কর্মরত একজন শ্রমিককে পারতপক্ষে রবিবার বা শুক্রবার অথবা সপ্তাহের অন্য কোন এক দিন সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করতে হবে এবং এক দিনের ছুটি ভোগ ছাড়া, একটানা ১০ দিনের বেশি কাজ করানো যাবে না।

ক্ষতিপূরণমূলক সাপ্তাহিক ছুটি (ধারা-১০৪) : ১০৩ ধারা মোতাবেক প্রাপ্য সাপ্তাহিক ছুটি থেকে বঞ্চিত হলে যতশীঘ্র সম্ভব শ্রমিককে সমসংখ্যক ক্ষতিপূরণ ছুটি দিতে হবে।

বিশ্রাম বা আহারের জন্য বিরতি (ধারা-১০১) : কারখানায় কর্মরত শ্রমিককে নিম্নোক্ত হারে বা আহারের জন্যে বিরতি দিতে হবে :

(ক) ৫ ঘন্টার অতিরিক্ত কাজের জন্য অন্তত আধা ঘন্টা।

(খ) ৬ ঘন্টার অতিরিক্ত কাজের জন্য অন্তত ১ ঘন্টা।

কাজের সময়ের ব্যাপ্তি (ধারা-১০৫) : কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের কাজের সময় (বিশ্রাম ও আহারের বিরতিসহ) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাড়ে ১০ ঘন্টার বেশি হবে না।

রাতে শিফট (ধারা-১০৬) : মাঝরাতে শিফটের কাজ শেষ হলে তার পরবর্তী ২৪ ঘন্টা (১ দিন) ছুটি হবে (১০৩ ধারার প্রয়োজনে) এবং পরবর্তী দিনটি ও মধ্যরাতের পরে যতঘন্টা কাজ হয়েছে তা পূর্ববর্তী দিনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অতিরিক্ত কাজের জন্য ভাতা (ধারা-১০৮) : অতিরিক্ত কাজের জন্য সাধারণ মজুরীর দ্বিগুণ হারে ভাতা দিতে হবে।

শিশুদের নিযুক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা (ধারা-৩৪ ও ৩৫) : যে সব শিশুর বয়স ১৪ বছর পুরো হয়নি তাদেরকে কোন কারখানায় কাজ করানো যাবে না।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকদের নিযুক্তি (ধারা- ৬৭ ও ৬৮) : ১৪ বছর পুরো হয়েছে এই ধরনের শিশুকে বা কোন নব-যুবককে কারখানায় কাজ করতে হলে তার দৈহিক সক্ষমতা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট কারখানার ম্যানেজারের কাছে এবং উক্ত সার্টিফিকেটের স্মারক টোকেন কাজে নিয়োজিত শিশু বা নব যুবকের কাছে থাকতে হবে।

শিশুদের কাজের ঘন্টা (ধারা-৪১) : কোনো শিশুকে বা নব যুবক-যুবতীকে সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত সময়ে এবং একদিনে ৫ ঘন্টার অতিরিক্ত কাজ করানো যাবে না।

টীকা : কারখানায় নিযুক্ত সকল শিশুর কাজের সময় দু'টি শিফটে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। তার কোন শিফটের সময়সীমা সাড়ে ৭ ঘন্টার বেশি হবে না এবং তাকে একটি শিফটে কাজ করতে হবে।

বেতনসহ অবকাশ ও ছুটি (ধারা-৭৭-৮৫)

বাৎসরিক ছুটি (ধারা-১১৭)

প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে এই ছুটি প্রতি ১৮ দিন কাজের জন্য ১দিন।

শিশু ও নবযুবক-যুবতীদের জন্য এই ছুটি প্রতি ১৫ দিন কাজের জন্য ১ দিন।

টীকা : কোন কারখানায় অব্যাহতভাবে এক বৎসর চাকরী পুরো হলে একজন শ্রমিক এই ছুটি পাওয়ার অধিকারী হবে।

উৎসব ছুটি (ধারা-১১৮) : বৎসরে সর্বমোট ১১ দিন।

টীকা : প্রয়োজনে যে কোনো উৎসব ছুটির দিন শ্রমিককে কাজ করতে হবে। বিনিময়ে সে পুরো বেতনসহ ক্ষতিপূরণমূলক ২দিন এবং ১ দিন বিকল্প ছুটি অর্থাৎ মোট ৩ দিন ছুটি পাওয়ার অধিকারী হবে।

অসুস্থতার ছুটি (ধারা-১৮০) : পূর্ণ বেতনে ১৪ দিন।

নৈমিত্তিক ছুটি (ধারা-১১৫) : পূর্ণ বেতনে বৎসরে সর্বমোট ১০ দিন।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস (১লা মে)

১লা মে সারা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক শ্রমিক অধিকার দিবস পালিত হয়। আমেরিকার শিকাগো শহরের 'হে' মার্কেটে শ্রমিকগণ তাদের ৮ ঘন্টার অধিক না খাটানোর দাবীতে সমাবেশ করে। সেই সমাবেশের বেশকিছু শ্রমিক পুলিশের গুলীতে নিহত হয়। পরবর্তী দিনগুলোতে শ্রমিকদের উপর আরো নির্যাতন চলে। তাদের আত্মত্যাগ ও কুরবানীর ফলে সারা দুনিয়ায় এখন শ্রমিকদের কর্মসময় ৮

ঘন্টা স্বীকৃতি লাভ করে। বাংলাদেশেও বেশ গুরুত্বের সাথে এ দিনটি পালিত হয়। রাসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস তাদের সাধ্যের অতীত কাজে খাটাবে না কথাটির এটা তার প্রতিফলন।

কুরআন-হাদীসে সাম্যের অধিকার

হে মানব জাতি! তোমরা সকলে তোমাদের প্রতিপালকের দাসত্ব গ্রহণ কর। তোমাদের প্রভূতো তিনিই, যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ হতে সৃষ্টি করেছেন। তারই থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন এবং এ দু'জন থেকেই দুনিয়ার সকল পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে পড়েছে। -সূরা নিসা : ৬

দুনিয়ার মানুষ হযরত আদম (আ:) এর সময় থেকে আজকের বিদায় হজ্জের দিনটি পর্যন্ত সকল মানুষ চিরুনীর দাঁতগুলোর ন্যায় সম্পূর্ণ সমান। যেমন আরব অনারবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম নয়। কালো জাতির ওপর সাদা জাতির কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা আভিজাত্য নেই। যা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য, তা কেবলমাত্র তাকওয়ার কারণে। –সীরাতে ইবনে হিসাব

পেশা গ্রহণের অধিকার

শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বাড়াতে হলে তাদেরকে পেশা গ্রহণের অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইসলাম অত্যন্ত উদারতার পরিচয় দিয়েছে।

ইসলামী সমাজের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য এই যে, ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পছন্দসই পেশা গ্রহণের অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে।

মূসা (আ:) জবাব দিলেন : আমার ও আপনার মধ্যে এ কথা ঠিক হয়ে গেল! এ দু'টি মেয়াদের মধ্যে আমি যেটাই পূর্ণ করব, তারপর আমার প্রতি আর কিছু বৃদ্ধি হতে পারবে না। আর যেসব কথাবার্তা আমরা ঠিক করেছি, আল্লাহ সে বিষয় নেগাহবান রয়েছেন। –কাসাস : ২৯

হযরত মূসা (আ:) তাঁর মালিককে জানিয়ে দিলেন তার মতামত একজন স্বাধীন মানুষ হিসেবে।

বকরী চরানো এমন একটি পেশা যা প্রত্যেক নবীই সে পেশা অবলম্বন করেছেন। হযরত আলী (রা:) গর্বের সাথে বলতেন :

"একদিন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অভুক্ত রয়েছেন, এ সংবাদ শোনার সাথে সাথে আমি মজুরীর তালাশে বেরিয়ে পড়লাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর জন্যে কিছু রোজগার করে নিয়ে আসা। আমি একজন ইয়াহুদীর সাথে প্রতি বালতি পানির মজুরী একটি করে খেজুর নির্দিষ্ট করে নিলাম এবং সেই হিসাবে ১৭ বালতি পানি কুয়া থেকে

উঠিয়ে ১৭টি খেজুর লাভ করলাম। ঘরে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে খেজুরগুলো পেশ করলে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়েই সেগুলো খেয়েছিলেন।" –ইবনে মাজা

উপার্জনে নারী-পুরুষের অধিকার সংরক্ষণ

ইসলাম নারীদের উপার্জনের অধিকার কেড়ে নেয়নি, বরং পুরুষের মত নারীদেরকেও উপার্জনের অধিকার দান করেছে। নারীরা যা উপার্জন করবে, তারা-ই তার মালিক হবে। তাদের অনুমতি ও সম্মতি ব্যতীত তাদের সম্পদে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কোন পুরুষের নেই।

নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র পৃথক হতে হবে

আল-কুরআনের নির্দেশ : যা পুরুষ অর্জন করবে তাতে তাদের অংশ রয়েছে। আর যা নারী উপার্জন করবে তাতে তাদের অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে। সূরা নেসা : ৩২

তবে নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র পৃথক হতে হবে। একই কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ একত্রে কাজ করা ইসলামী বিধানের পরিপন্থী এবং সামাজিক অনাচারের সহায়ক। তাই নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র পৃথক করে সমাজকে কলুষ মুক্ত রাখতে হবে।

যখন নারীদের নিকট থেকে তোমাদের কিছু চেয়ে নিতে হয়, তখন পর্দার অন্তরাল থেকে চেয়ে নাও। তোমাদের ও তাদের অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার জন্যে এটা উত্তম পন্থা। –সূরা আহযাব : ৫৩

হযরত ওমর (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হয় না। কিন্তু শয়তান তাদের তৃতীয় সঙ্গী হয় –তিরমিযী

পুঁজিবাদী দেশে মহিলাদেরকে পণ্যের মত ব্যবহার করা হচ্ছে। আর সমাজতান্ত্রিক দেশে মহিলাদের পশুরমত খাটানো হচ্ছে।

১৯৫৩ সনের এপ্রিল মাসে ওয়ার্কস ডেলিগেশনের সদস্য ব্রজ কিশোরী শাস্ত্র সরকারী আমন্ত্রণে চীন সফর করেন। তিনি তার চীন সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "ওখানে আমরা হালের বলদের পরিবর্তে নারীদেরকে বাঁধা দেখেছি। সে দৃশ্য কত মর্মান্তিক ও অসামাজিক!" –ইসলামী সমাজে মজুরের অধিকার।

রাশিয়ায় স্বীয় স্ত্রী দূরে দূরে কাজ করছে যাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে না এমন শ্রমিকদের সংখ্যা ৮০ লক্ষ (চেরাগে রাহ সোশালিজম সংখ্যা)

সর্বোত্তম শ্রমিক সে, যে শক্তিশালী ও আমানতদার –সূরা কাসাস : ২৬

একজন শ্রমিক মালিকের দেয়া দায়িত্ব পালন করার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করবে, এতে কোন অলসতা দেখাবে না, কাজে ফাঁকি দেবে না।

মালিকের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে একজন শ্রমিকের কাছে আমানত। যাতে এ প্রতিষ্ঠানের কোনরূপ ক্ষতি না হয়, সে দিকে শ্রমিককে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এ ব্যাপারে মহানবী (সা:)-এর হাদীস :

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : সর্বোত্তম উপার্জন হচ্ছে মজুরের উপার্জন, যদি সে নিজ মনিবের কাজ সদিচ্ছা ও ঐকান্তিকতার সাথে সম্পন্ন করে। –মুসনাদে আহমদ

হযরত ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা:) বলেছেন: আল্লাহ সেই মুসলমানকে ভালবাসেন, যে দক্ষ শ্রমিক। –তিবরানী

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা:) বলেন, হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ক্রীতদাস আল্লাহর হক আদায় করার সাথে সাথে মালিকের হকও আদায় করে, তার জন্যে দু'টো পুরস্কার রয়েছে –বুখারী-মুসলিম

অর্থাৎ মালিকের অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম! যদি কোন ব্যক্তি এসে আমার সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চায়? তিনি উত্তরে বললেন : তুমি তাকে তোমার সম্পদ দিবে না। আবার প্রশ্ন করল : যদি সে আমাকে হত্যা করে, তিনি জবাবে বললেন : তুমি শহীদ হয়ে যাবে। সে পুনঃ প্রশ্ন করলো, যদি আমি তাকে হত্যা করি? তিনি উত্তরে বললেন, (তোমার প্রতি কিছু বর্তাবে না) বরং সে দোজখে যাবে। – মুসলিম

আল্লাহ যাকে যতটুকু সম্পদ দিয়েছেন, তা রক্ষণাবেক্ষণ করার অধিকারও তাকে দান করেছেন।

শ্রমিকের তিন প্রকার শিক্ষার অধিকার

(ক) সাধারণ শিক্ষা (খ) নৈতিক শিক্ষা ও (গ) পেশাগত শিক্ষা।

সাধারণ শিক্ষা : বাংলা, অংক, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ বিদ্যা, সাধারণ জ্ঞান প্রভৃতি পড়াশুনা করলে সাধারণ শিক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষ এসব পড়াশুনার সুযোগ পায় খুম কম। ছেলেবেলায় হয়তো বেশি পড়াশুনা করতে পারেনি। তাই শ্রমজীবী, স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিতদের জন্য বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। এ ব্যবস্থা সরকারই করতে পারে। কিন্তু যদি সরকার তা না করে তবে নিজেদেরই এই ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিক ইউনিয়ন বা ফেডারেশন এ

ব্যবস্থা করতে পারে। সাধারণ জ্ঞান দানের জন্য একটা সিলেবাস করে পরিকল্পিতভাবে একে অপরকে বা যৌথভাবে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়াশুনা করে সাধারণ জ্ঞান লাভ করা যায়। সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি হলে আয়ের নতুন নতুন পথও খুলে যেতে পারে।

নৈতিক শিক্ষা : নৈতিক শিক্ষা মানুষকে নীতিবান করে, চরিত্রবান করে, ধার্মিক করে। ভালকথা, নীতিকথা, ধর্মের কথা শিখাই হলো নৈতিক শিক্ষা। ধর্মীয় বই-পুস্তক যেমন কুরআন, হাদীস, ইসলামী সাহিত্য প্রভৃতি, মহাপুরুষের জীবনী, গুণের কথা, নীতিকথা প্রভৃতি পড়াশুনার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া যায়। এর জন্য সিলেবাস ও পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। কুরআন শুদ্ধ করে পড়া, অর্থ বুঝে পড়া ও কুরআন হাদীসের দারস, মাসলা-মাসায়েল শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শুদ্ধভাবে নামাজ পড়া শিখাতে হবে। নৈতিক শিক্ষার ফলে মানুষের বেহুদা খরচ কমে যায়, কাজে ফাঁকি দেয় না, অন্যকে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়, মানুষ ভালভাবে চলে, সমাজ ভাল হয় এবং সমাজে শান্তি আসে।

পেশাগত শিক্ষা : যে মানুষ যে কাজ করে সে মানুষের পেশা সেটা। সে যদি তার কাজ কি তা ভালভাবে জানে, তো ভালভাবে কাজ করতে পারে। নতুন শ্রমিক কর্মচারী তাদের কাজ না জানার কারণে ভালভাবে কাজ করতে পারে না। তাই পুরাতন শ্রমিক কর্মচারী তার নতুন ভাইকে কাজ শিখিয়ে দিতে পারে। সাধারণত সরকারীভাবে শ্রমিকদেরকে পেশাগত প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। শ্রমিক ইউনিয়ন ও ফেডারেশন যৌথভাবে পেশাগত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। এর জন্য পেশাভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পেশাগত জ্ঞান পেলে শ্রমিক এবং কর্মচারী দক্ষ হবে। তখন পদোন্নতি পাবে, বেতন/ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়বে। এ ছাড়া পেশায় দক্ষ হলে ওভারটাইম কাজ করেও বাড়তি আয় করতে পারে।

শ্রমিক-কর্মচারীর শিক্ষার অভাব পুরণ হলে অর্থের অভাবও অনেকাংশে দূর হবে এবং তখন ইসলামী আন্দোলনে বেশি বেশি সময় ও অর্থ কুরবানী করতে পারবে। এভাবে ইসলামী আন্দোলন উপকৃত হবে।

শ্রমিক ও মালিক

শ্রমিক ও মালিক প্রসংগে আলোচনার পূর্বে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য আলোচনা করতে হয়। সূরা নিসার ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন :

মানুষকে সম্বোধন করে বিশ্বমানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন :

- তোমার রব (সৃষ্টি কর্তা, পালন কর্তা, বিধানদাতা) আল্লাহকে ভয় কর।
- তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন।
- তা থেকে তার সংগিনী সৃষ্টি করেছেন।
- তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।
- ভয় কর ঐ আল্লাহকে যার নামে তোমরা চাও।
- রক্ত সম্পর্কে (রেহেম) সতর্ক থাক।
- আল্লাহ তোমাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন।

সূরা নিসার ৯ নম্বর আয়াতে ৮টি বিষয়ের সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ। সারা দুনিয়ার মানুষ বিভিন্নভাবে বিভক্ত হলেও তাদের মূল এক।

আল্লাহ আরো সতর্ক করে দিয়েছেন– "তোমরা যা কর সে বিষয় অবশ্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে।"

সূরা হুজুরাতের ১৩ নম্বর আয়াতে ৫টি বিষয় বিশ্বমানবতার কাছে তুলে ধরা হয়েছে :

- তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করা হয়েছে।
- তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করা হয়েছে।
- উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো।
- যে অধিক মুত্তাকী (আল্লাহকে ভয় করে) আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ।
- আল্লাহ সব কিছু জানেন ও সব খবর রাখেন।

শ্রমিক মালিক ভাই-ভাই

সূরা হুজুরাতের ১০ নম্বর আয়াতে পরস্পরের মধ্যে শান্তি (সমন্বয় ও সমঝোতা) প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে :

- মুমিনগণ পরস্পর ভাই-ভাই।
- ভাইদের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে দাও, যাতে তোমরা আল্লাহর রহমত পেতে পার।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

- তোমরা সকলেই আদমের (আ:) সন্তান।
- এবং আদম (আ:) কে মাটি থেকে তৈরী করা হয়েছে।

অন্য এক হাদীসে এসেছে :

- মুসলমান ভাই-ভাই। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের উদাহরণ একই দেহের মত। দেহের কোন অংগে ব্যথা পেলে যেমন গোটা শরীরই ব্যথিত হয়ে পড়ে। ঠিক তেমনি কোন একজন মুসলমান ব্যথা পেলে অন্য মুসলমানও ব্যথায় কাতর হয়ে উঠবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সকল কিছুরই মালিক। চূড়ান্ত মালিকানা একমাত্র আল্লাহরই। আমরা যা দেখি আর যা দেখি না, আমরা যা বুঝি, আর যা বুঝি না– সবকিছুরই স্রষ্টা মহান আল্লাহ। আর মালিকানাও তার হাতে। সূরা-মূলক-এর প্রথম কথাই হল : 'তাবারাকাল্লাজি বে ইয়াদিহিল মূলক, অহুয়া আলা কুল্লে সাইয়িন কাদির" মহান বরকতময় সেই আল্লাহ যার হাতে সমস্ত রাজত্বের মালিকানা এবং সমস্ত কিছুর উপর তিনিই ক্ষমতাবান। সকল প্রকার জিনিষ-পত্র ও দ্রব্য-সামগ্রীর মালিক যেমন তিনি, তেমনি মানুষেরও মালিক তিনি। 'কুল আউজু বিরাব্বিন্ নাস, মালিকিন্নাস ইলাহিন্নাস-বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের রব, মানুষের মালিক, মানুষের ইলাহ এর নিকট।

শ্রমিকও একজন মানুষ, মালিকও একজন মানুষ। অতএব উভয়েরই মালিক আল্লাহ। শ্রমিকও আল্লাহর গোলাম, মালিকও আল্লাহর গোলাম।

- নামাজে দাঁড়ালে শ্রমিক ও মালিকের কোন পার্থক্য থাকে না। একই ইমামের পিছনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পায়ে যা মিলিয়ে দাঁড়ায়, এখানে কোন ফারাক বা পার্থক্য নেই
- রোযার দিনে শ্রমিকও সারাদিন না খেয়ে থেকে, মালিকও সারাদিন না খেয়ে থাকে। সূর্য ডুবার আগে শ্রমিকও খাবার খেতে পারে না, মালিকও সূর্য ডুবার আগে খেতে পারে না।
- মৃত্যুবরণ করলে শ্রমিকের ভাগ্যে যে কয়খানা কাপড় জোটে, মালিকেরও ঐ কয়খানা কাপড়ই জোটে। মালিক বলে বেশি কাপড় পাবার কোন সুযোগ নেই। যে মাটিতে শ্রমিক শয়ন করে কবরের মধ্যে মালিককেও সে মাটিতে শয়ন করতে হয়।
- ফেরেস্তা কর্তৃক যে কয়টা প্রশ্ন শ্রমিককে করা হবে মালিককেও সে সব প্রশ্নই করা হবে।
- আমল ভাল হলে শ্রমিক যে জান্নাত পাবে, মালিকের আমল ভাল হলে সেও ঐ একই জান্নাত পাবে। আমল খারাপ হলে শ্রমিকের জন্য যে জাহান্নাম, মালিকের আমল খারাপ হলে একই জাহান্নামে তাকেও যেতে হবে।

উপরের বিষয়গুলো থেকে বুঝা যায় শ্রমিক মালিক আলাদা কোন পক্ষ নয়। উভয়ই একে অপরের ভাই।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চায়

বাংলাদেশের খেটে খাওয়া অসহায় শ্রমজীবী মানুষের দুনিয়ার কল্যাণ আখেরাতের মুক্তির প্রত্যাশা নিয়ে ১৯৬৮ সালের ২৩শে মে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আত্মপ্রকাশ করে, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মনে করে, সংঘাত নয়, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে দেশে উৎপাদনের পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। শ্রমিক মালিক ভাই ভাই হিসেবে উভয় জগতে কল্যাণ লাভ করার চেতনা সৃষ্টি করতে হবে।

আমাদের শ্লোগান হচ্ছে–

ইসলামী শ্রমণীতি চালু কর– করতে হবে,
শ্রমিক মালিক ভাই-ভাই, সংলাপে সমাধান চাই।

- ইসলামী শ্রমনীতি তথা সামাজিক সুবিচারপূর্ণ ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- শ্রমজীবি মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করতে হবে।
- শোষক শ্রেণীর ক্ষমতার সিঁড়ি ও হাতিয়ার হিসেবে শ্রমিকদেরকে ব্যবহার করা যাবে না।
- শ্রেণী সংগ্রাম বা শ্রেণী সংঘাত বন্ধ করতে হবে।
- শ্রমিক মালিককে একে অপরের বন্ধু, সাথী ও সাহায্যকারী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
- শ্রমদাতা ও শ্রম গ্রহীতা, অধিকার ভোগের আগে নিজের দায়িত্ব কর্তব্য পালনে পরস্পরকে সাহায্য করতে হবে।
- পশুত্বকে দমিয়ে মনুষত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মালিকদের বলতে চাই

- অধিক অর্থোপার্জনের ধান্দায় অন্ধ হয়ে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। (আলহাকুমুত্তাকাসুর)
- হারাম খাবার খাবেন না, হারাম থেকে দূরে থাকুন।
- হারাম পথে মুনাফা অর্জনের নেশা ত্যাগ করুন।
- যাদের শ্রম গ্রহণ করছেন তাদের অধিকার উপলব্ধি করে তা প্রদান করুন। শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগে মজুরী দিয়ে দিন।
- লাভের একটা অংশ শ্রমিকদেরকে প্রদান করে দেশ গড়ার কাজে সকলকে শরীক করুন।

শ্রমিকদের বলতে চাই

আপনারা ন্যায় ও সুবিচারের উপর টিকে থেকে বৈধ অধিকার আদায়ের আন্দোলন করুন। শ্রেণী সংগ্রামের প্রবক্তারা আপনাদেরকে তাদের সংঘাতের হাতিয়ার হিসেবে যাতে ব্যবহার করতে না পারে তার প্রতি খেয়াল রাখুন। প্রত্যেক সত্যপন্থী লোকই আপনাদের সহযোগিতা করবে।

সরকারকে বলতে চাই

- শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ঠিক করতে হবে।
- সুদ, জুয়া হারাম ঘোষণা করে আইন পাশ করতে হবে। এটা হলেই পুঁজিবাদী অর্থনীতির শিকড় কাটা সম্ভব হবে।
- হারাম পন্থায় গড়ে উঠা সম্পদের তালিকা করতে হবে এবং হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদ হারামখোরদের কাছ থেকে ফেরত নিতে হবে।
- শরয়ী দিক থেকে বিশুদ্ধ নয় এমন মালিকানা খতম করে দিতে হবে, যেমন ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে গড়ে উঠা পুরাতন জমিদারী।
- সরকারী মালিকানাধীন জমি ভূমিহীন চাষী কিংবা স্বল্প জমির মালিকদের কাছে সহজ কিস্তিতে বিক্রয় করে দেয়ার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
- চাষাবাদের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে ইসলামী আইন-প্রয়োগ করতে হবে। কোন জমিদারী যাতে যুলুমে পরিণত হতে না পারে সে জন্য সকল অনৈসলামী আইন বন্ধ করে দিতে হবে।
- পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে বর্তমানে এক ও বিশ এর পার্থক্য বিরাজ করছে। এটাকে কমিয়ে এক ও দশের মধ্যে নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে।
- শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরী এমন হতে হবে যাতে সমকালীন মূল্যমানের হিসেবে একটি পরিবারের মৌলিক প্রয়োজন (ভাত, কাপড়, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান) মেটানোর জন্য অপরিহার্য।
- সব ধরনের শিল্প কারখানায় নির্ধারিত ন্যূনতম বেতন প্রদান ছাড়াও নগদ বোনাস দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- শেয়ারের মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে শিল্পকারখানার অংশীদার বানিয়ে নিতে হবে, যাতে শিল্প উন্নয়নের ব্যাপারে তাদের ব্যক্তিগত আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকদের শ্রম যুক্ত হয়ে যে মুনাফা অর্জিত হবে তাতে তারা অংশীদার হবে।
- বর্তমান ইংরেজদের তৈরি শ্রম আইন পরিবর্তন করে একটি সুবিচারপূর্ণ ইসলামী শ্রম আইন চালু করতে হবে। এ আইন পুঁজি ও শ্রমের সংঘাতকে নিরসন করে সহযোগিতায় পরিণত করবে।

- শ্রমজীবী মানুষ তাদের অধিকার ফিরে পাবে সমঝোতা ও সহযোগিতার ইনসাফপূর্ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।
- রাষ্ট্রীয় আইন ও নীতিমালা এমনভাবে করতে হবে যাতে কতিপয় ব্যক্তির একচ্ছত্র দখলদারী খতম হয়ে শিল্প বাণিজ্যের মালিকানা ও মুনাফায় সাধারণ মানুষ অধিক হারে অংশীদার হতে পারে।
- ঢালাওভাবে রাষ্ট্রীয়করণ যেমন কল্যাণকর হয় না, তেমনি ঢালাওভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণও কল্যাণকর হতে পারে না। যেসব শিল্প কারখানা ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হলে সমাজ ও সমষ্টির জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হবে সেগুলোকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চালাতে হবে। তবে কোন কোন শিল্প কারখানা জাতীয় মালিকানায় পরিচালিত হবে তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি পরিষদের (জাতীয় সংসদের) হাতে থাকতে হবে।
- ইহুদী পুঁজিপতিদের পরিচালিত ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে দিয়ে ইসলামের মুশারাকা, মুদারাবা ও পারস্পরিক সহযোগিতা নীতির ভিত্তিতে এর পুনঃনির্মাণ করতে হবে।
- যাকাত ব্যবস্থার তুলনায় উত্তম সামাজিক নিরাপত্তার আর কোন স্কীম হতে পারে না। যাকাত আদায় ও বন্টনের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে জননিরাপত্তার এই ইসলামী ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে। এটা জননিরাপত্তার এমন এক ব্যবস্থা যা কার্যকর করা হলে দেশে কোন ব্যক্তিই খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না।

মনে রাখতে হবে দেশের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আইন চালু না হলে শুধু শিল্প ও অর্থনীতি সংস্কার কর্মসূচি সফল হতে পারে না। তাই গোটা সমাজ ব্যবস্থাকেই আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন দ্বারা পরিচালিত করার আন্দোলনে নিজে পুরোপুরি ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তাহলেই শান্তি আসবে দুনিয়ায় আর মুক্তি মিলবে আখেরাতে। শ্রমিক মালিকসহ আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে এ কথা বুঝে ঐক্যবদ্ধভাবে এ কাজে আত্মনিয়োগ করার তৌফিক দিন। আমীন ॥

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ১৯৫৫ সালের ১লা জানুয়ারী রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলা সংলগ্ন আলাতুলী গ্রামে এক ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম মোঃ সেরাজুল ইসলাম একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী ছিলেন। তিনি রাজশাহী মহানগরীর হাতেম খান মহল্লার মরহুম আলহাজ্ব জহুর আহমদ সাহেবের জামাতা। তিনি ২ পুত্র ও ২ কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর ৫ ভাই ও ২ বোন সহ পরিবারের সকল সদস্য ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত।

জনাব মুজিবুর রহমান একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯৭০ সালে রাজশাহী বোর্ডে এস. এস. সি পরীক্ষায় মানবিক বিভাগে ১ম মেধা তালিকায় ৩য় স্থান অধিকার করেন। ১৯৭২ সালে এইচ এস সি পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে অনার্সসহ মাস্টার ডিগ্রী লাভ করেন। এছাড়াও আধুনিক আরবী ও আধুনিক ফার্সী সার্টিফিকেট কোর্সে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও তিনি ইসলামী আন্দোলনের স্বার্থে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেননি।

ছাত্র জীবন শেষে তিনি গোদাগাড়ীর প্রেমতলী কলেজে ইংরেজী সাহিত্যে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। এক পর্যায়ে তিনি বগুড়ার শিবগঞ্জ কলেজ ও নন্দীগ্রাম ডিগ্রী কলেজে অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ইসলামী ছাত্র আন্দোলনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মিশনের রাজশাহী জেলা সভাপতি ছিলেন। পরে ইসলামী ছাত্রশিবিরের রাজশাহী পূর্বাঞ্চল সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি আঞ্জুমানে শুব্বানে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন। ১৯৭৯ সালে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে যোগদান করে পর্যায়ক্রমে রুকন হয়ে রাজশাহী জেলা জামায়াতের আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬ সালে রাজশাহী-১ আসন থেকে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। জামায়াতের ১০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে তাঁকে সংসদীয় দলের প্রধান করা হয়। এরপর তিনি প্রথমে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য পরে সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও নির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসাবে মনোনীত

হন। তিনি গত ২৮শে এপ্রিল ২০০২ তারিখ থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ শ্রমিকল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

১৯৯০ সালে সংসদীয় দলের প্রধান থাকাকালীন তিনি তৎকালীন সরকার বিরোধী আন্দোলনে যুগান্তকারী অবদান রাখেন। তাঁর নেতৃত্বে ১০ জন সংসদ সদস্য একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগ করায় স্বৈরাশাসকের পতন ত্বরান্বিত হয়। রাজনৈতিক কোপানলে পড়ে তাঁকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারগারে বন্দী জীবনও অতিবাহিত করতে হয়। ৮০'র দশক থেকে গণতান্ত্রিক প্রতিটি আন্দোলনে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ছিলেন প্রথম সারির নেতা। বর্তমানে জামায়াতের নায়েবে আমীর।

১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁরই প্রস্তাবে সংসদে সর্বপ্রথম নামাযের বিরতির সিদ্ধান্ত এবং শোক প্রস্তাবের ১ মিনিট নিরবতা পালনের ক্ষেত্রে মোনাজাতের ব্যবস্থা চালু হয়। বর্তমানে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত সিনেট সদস্য হিসাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছেন।

ছাত্র জীবন থেকেই তিনি বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে ছিলেন অগ্রণী। এই লক্ষ্যে তিনি 'আঞ্জুমানে ইসলাম' নামক সংগঠন কায়েম করে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় এতিমখানা দাতব্য চিকিৎসালয় সহ বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গোদাগাড়ী ও তানোরে বিদ্যমান। তিনি আল ইসলাহ ইসলামী ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। তিনি সমাজের মানুষের কল্যাণে রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালবার্ট নির্মাণ ও মেরামত সহ বিশুদ্ধ খাবার পানির সরবরাহ নিশ্চিত করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বেশ কয়েকটি মসজিদ ও বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। দূর্গত মানুষের পাশে তাঁর অবস্থান প্রতিনিয়তই দেখা যায়।

শত ব্যস্ততার মাঝে লেখক হিসাবেও অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের অবদান উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন বিষয়ের উপর এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৫০টি বই অনুদিত হয়েছে। সবশেষে ইসলামী আন্দোলনের নেতা হিসাবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁর পদচারণা উল্লেখ করার মত। এর পাশাপাশি ইসলামী আন্দোলনের নেতা হিসাবে তিনি বহির্বিশ্বে বিশেষ করে যুক্তরাজ্য, ইতালী, জার্মানী, ফ্রান্স, আরব আমিরাত, সৌদি আরব, মরক্কো, জাপান, থাইল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় সফর করেন।

তোমাদের কি হলো? তোমরা কেন অসহায়, দুর্বল
নির্যাতিত মানুষের জন্য আল্লার পথে সংগ্রাম করো না?
(আল কুরআন)

কল্যাণ প্রকাশনী